তুষার-স্বপ্ন

অনির্বাণ

মহানগরীর উত্তাল মুখরতার মধ্যে নেমে এসেছে
দ্যুলোকের আলোকে-নাওয়া একটুকরা তুষার-স্বপ্ন।
মধ্যাহ্ন-সূর্যের মুখোমুখি হয়েও
যার গম্ভীর শুভ্রতা উবে গেল না কার্পণ্যহত তারুণ্যের বাষ্পায়ণে,
সে কি ঘর্মাক্ত হয়ে উঠবে আজ
ধুলা ধোঁয়া আর বুভুক্ষু প্রাণের উত্তাপে?

এ-ভয় ছিল।
কিন্তু ভয় ভাঙল,
যখন গরুড়ের নির্ভেদী দৃষ্টিতে
উদ্‌ঘাটিত হল আবর্তী চেতনার দৈন্য :
ক্ষুধা... ক্ষুধা... প্রচণ্ড ক্ষুধা—
লেলিহান অগ্নিশিখার মত
তার সর্পিল জিহ্বাকে সে ফুঁসিয়ে তুলেছে প্রাসাদের চূড়ায়।
মনে দোলা লাগে।
বিপ্লবের রক্তাণ্ডব আমারও নাড়ীতে।
আমিও বলি,
আসুক ঝড়! লাগুক অগুন!
পুড়ে ছাই হয়ে যাক যুগলালিত ক্লৈব্যের যত অন্ধ আবর্জনা।

কিন্তু সহসা হোঁচট খেয়ে সন্দিগ্ধ চিত্ত প্রশ্ন তোলে :
এ-আগুনে তাপ আছে তো?
তপস্যার তাপ, সৃষ্টির তাপ,
স্থিতধী প্রেমের অগ্নি-দহনে নিজেকে নিঃশেষ করবার তাপ—
মহিষমর্দিনীর দানব কণ্ঠ নিষ্পেষণ স্মিতহাস্যের উজ্জ্বল তাপ?...
আমি চলেছি, দিবোদুহিতা,
অস্তরাগের অতল রহস্যের আকর্ষণে—
'ময়ো ন যোষম অভ্যেমি পশ্চাৎ।'

চিরন্তন তরুণ আমি চলেছি চিরন্তনীর সন্ধানে—
কোথায় আর করে যে পাব, কিছুই জানি না।

শুধু চলার অশ্রুত শিঞ্জনে
ঝলকে ঝলকে ছল্‌কে তুমি আমরণ জ্যোতির প্লাবন,
সূর্যমুখীর অনিমেষ সহস্র চোখের তারায়
ফোটাই অতৃপ্ত রূপপিয়াসার কোজাগরী,
কুররীর বিলাপে মথিত দুপুরের কণ্ঠে ঢালি
অফুরান বিরহের করুণ মূর্ছনা,
উদাসী হাওয়ার আতপ্ত দীর্ঘশ্বাসে
মর্মরিত করে তুলি
বাসকসজ্জা অরণ্যানীর অনিরুক্ত বেদনা,
সন্ধ্যার বুকে
উষার কবোষ্ণ স্মৃতি আলপনা আঁকি
মৃত্যুর কুঙ্কুম রাগে :
সেইখানে কি এই দেওয়ানা যাত্রার অবসান, দিবোদুহিতা,।
জানি না।
তাই শুধু ক্ষ্যাপার মতন বহ্নিদহনে ছড়িয়ে চলি,
টলটলে পারার মত আলোর দহন,
আমার শিরায় শিরায়
উত্তাল হয়ে বয়ে চলো বিদ্যুতের দহন।

দিবোদুহিতা,
আমার উদয়াস্ত জুড়ে জ্যোতির্দহনের যে দেবযান,
তার অনির্বত্য স্রোতে
ভেসে চলেছ তুমি উষাসানন্তের বহ্নিকমল—
মর্ত্য প্রাচীর উদয় অভীপ্সায় অমৃতা তুমি,
তুমি অমর্ত্য প্রতীচীর অস্তরঞ্জিত প্রশান্ত পারাবার।।
আছে আলো?
হৃদয়ের স্নিগ্ধ নিরালায়
প্রভাতের ফুল-ফোটানো কোমল আলো?

মধ্যাহ্ন-দীপ্তির দুর্বার বন্যার মূর্ছিত বিচ্ছুরণ
থরথর অশথের চিকন পাতায়?
প্রদোষের প্রশান্তিতে ওপারপানে-চাওয়া স্বপ্নিল জ্যোৎস্নার মায়া—

যার স্বাতীবিন্দু
শুক্তির বুকে মুক্তা হয়ে ফলে আছে
জীবনের আদিম গভীরে?

জবাবে কর্কশ আশ্বাস শুনি :
'আজ না-থাক, কাল থাকবে। আর তাই তো আমরা...'
কিন্তু ওই চড়াসুরের কড়া বুলিতে পাই
মেকী পৌরুষের আত্মম্ভরিতা আর
ছিন্নমস্তা প্রমত্ততার উগ্র আমেজ।
প্রাণ খুব খুশি হয়ে ওঠে না।
মনে হয়,
মহাজীবনের উদাত্ত-বিশাল ছন্দে কোথাও তালভঙ্গ হয়েছে যেন।
বনস্পতির উচ্ছ্রিত মহিমা
লাঞ্ছিত হচ্ছে ঘন-জটিল এরন্ড-যূথের উদ্‌বাহু প্রাচুর্যে।
রাস-না-মানা ক্ষ্যাপামির হ্যাঁচকা টানে
বেসামাল জগন্নাথের নড়বড়ে রথ
ধূসর ঘর্ঘরে ছুটে চলেছে—
কোথায় সারথি, রথীই-বা কোথায়!
আজ যার বীজ বুনলাম না মাটিতে।
কাল আকাশ হতে ঝরবে তার সোনার ফসল—

এই দিগ্‌ভ্রষ্ট মূঢ়তার আশ্বাসে বিশ্বাস রাখতে পারছি কই।
চারদিকে তাকিয়ে দেখি,
আত্মপ্রত্যয়হীন মুমূর্ষু হতাশার সারি-সারি মুখ :
দক্ষিণে ঝঞ্ঝার দাপটে উদ্দাম সমুদ্রের করাল গর্জন,
পূর্বাশার মুখে-চেখে কালচে রক্তের ছোপ,
পশ্চিমে ফণীমনসার ঝাড়ে কন্টকিত লুপ্ত অতীতের নির্মম উদারতা।
এই রুদ্ধশ্বাস নিঃসঙ্গতার জগদ্দল

নেমে আসে বুকের পরে।
এক চিলতে আলোর আশ্বাস্
তাও কি কোথাও বেঁচে নাই?

রুদ্রের সুদক্ষিণ দৃষ্টিতে কঠিন আশ্বাস ঝরে :
'ইট্'স্ ডার্কেস্ট্ বিফোর ড'ন্ :
উত্তরায়ণের পথ—
দেখ, তোমার সামনেই খোলা।
শোন সানু হতে সানুচর স্বারাজ্যসিদ্ধির উত্তুঙ্গ আহ্বান,
জাগ প্রবুদ্ধ আত্মার অভ্রোত্তরণ মহিমায়।
জাগ অনানত শৌর্যে আর অবিকম্প ধৈর্যে,
জাগ মহাকাশের প্রশান্ত-ভাস্বর প্রসন্নতায়,
আর উদ্যত প্রাণের অশ্রান্ত কর্মে...'

অনালোকের আলোয় উদ্‌ভাসিত হল
ক্ষণিকার বজ্রকন্দ হতে সার্থক শাশ্বতী সমার প্রচ্ছটা :
'পূর্বাপরৌ তোয়নিধি বগাহ্য'
তুষারশৃঙ্গের উত্তরঙ্গ সমুদ্রবিথার,
সাবিত্রীর দীপ্তি-চুম্বিত হিরণ্যগর্ভ স্বপ্নের পসরা—
বালখিল্যের শোণপাংশু আস্ফালনে যা গলে না,
কিন্তু অবন্ধ্য কারুণ্যের নিঃশব্দ অন্তঃস্রবণে বয়ে চলে
অলকানন্দার ওই সহস্রধারা হতে এই ভগীরথীর কূলে-কূলে,
এই সোনার বাংলায়,
এই তোমার আর আমার বিদুচ্চকিত হৃদয়ে।।